একুশ শতকের দাস ব্যবসা

একুশ শতকে দাস ব্যবসার আধুনিক রূপ চোখে পড়ছে আমাদের। পতিতাবৃত্তি, শিশু শ্রমিক, আদম পাচারের মতো বিভিন্নভাবে দাস ব্যবসা সমাজে আজও প্রচলিত। এই শতকের দাস ব্যবসা নিয়ে ...লিখেছেন পান্থ রহমান রেজা

দাস কেনাবেচার ব্যবসা অনেক পুরনো। এটা আগে যেমন ছিল, এখনো রূপ-জৌলুশ নিয়ে বহালতবিয়তে আছে। একুশ শতকে এসে মানবাধিকার নিয়ে হাজার কথামালার যুগে বন্ধ হয়নি তা। দেশে দেশে আইন হয়েছে, সে আইনের লঙ্ঘন হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এক হিসাবে দেখানো হয়েছে, বিশ্বে প্রতিবছর ২৭ মিলিয়ন মানুষ কেনাবেচা হয়, যার বেশির ভাগই নারী। এদের যৌন ব্যবসায় নিয়োজিত করা হয়। বিশ্বজুড়ে রয়েছে কয়েকশ' মিলিয়ন ডলারের যৌন ব্যবসা। বিষয়টি লোভনীয় তা নিয়ে কারো সন্দেহ নেই। দাস ব্যবসা অনেক প্রাচীন হলেও জলপথ আবিষ্কারের পর এ ব্যবসার তুমুল প্রসার ঘটে। এ সময় আফ্রিকা মহাদেশের কৃষ্ণকায় মানুষদের নিয়ে গড়ে ওঠে জমজমাট ব্যবসা। পর্তুগাল, ফ্রান্স, স্পেন, ইংল্যান্ড ও আরব দেশীয় দাস ব্যবসায়ীরা এখানকার মানুষকে ছলে-বলে-কৌশলে জাহাজে করে এনে বিক্রি করতো সভ্য সমাজের সভ্য মানুষের কাছে। প্রথম দিকে আমেরিকা ছিল কালো মানুষ বিক্রির বড় বাজার। আমেরিকার আবিষ্কারক হিসেবে কলম্বাসের হাজারো খ্যাতি থাকলেও তিনি নিজেকে দাস ব্যবসায় জড়িত করেছিলেন। এ নিয়ে একবার ভারি বিপদে পড়েন। ঘটনার সূত্রপাত্র ঘটেছিল বাহামা দ্বীপপুঞ্জের একটি ছোট্ট দ্বীপ গুয়ানিহানিতে (Gueanshani) এসে। দ্বীপটির বর্তমান নাম সান সালভেদর। এখানকার কিছু লোককে ক্রীতদাস হিসেবে জাহাজে তুললে স্থানীয়রা ক্ষেপে যায়। তারা কলম্বাসকে আক্রমণ করলে কলম্বাস দ্বীপ ছেড়ে পালিয়ে বাঁচেন। যদিও অন্য এক জায়গা থেকে ক্রীতদাস সংগ্রহ করে স্পেনের রাণীকে উপঢৌকন হিসেবে পাঠান। কলম্বাসের সময় দাস বিকিকিনিতে সমর্থ পুরুষরা এগিয়ে থাকলেও একুশ শতকে দৃশ্যপটের কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। সমর্থ পুরুষদের স্থান নিয়েছে তরুণীরা। কেননা, সে সময় পুরুষদের ধরে এনে কঠিন কাজে নিয়োজিত করা হতো। আর এখন মহিলাদের দিয়ে করানো হয় যৌন ব্যবসা। এটাই এখন সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা। কিশোরীদেরও এ কাজে নিয়োজিত করা হয়। আমেরিকায় এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গেল কয়েক বছরে ১০ হাজার কিশোরীকে উদ্ধার করেছে এ ব্যবসার কবল থেকে।

ইটালির কারখানায় অবৈধভাবে কাজ করছে চীনা শিশু

বর্তমানে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো এই নারী সংগ্রহের বড় উৎস। সোভিয়েট ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর এমনটি হয়েছে। সমাজতন্ত্রের পতনের ফলে এ দেশগুলোতে কর্মসংস্থানের তীব্র সংকট দেখা দেয়। আর এর সুযোগ নেয় আন্তর্জাতিক নারী পাচারকারীরা। সাবেক সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রের মালদোভার মেয়ে ভিক্টোরিয়ার কাহিনী শুনলে বিষয়টা স্পষ্ট হবে। ভিক্টোরিয়াকে মাত্র কিছুদিন আগে বসনিয়ার শেয়ার উড ক্যাসেল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। শেয়ার উড ক্যাসেল সেখানকার নামকরা গণিকালয়।

ভিক্টোরিয়া যখন স্কুলে পড়াশোনার পাঠ চুকায়, সে সময় তার জন্য কোনো চাকরি ছিল না। ছিল না জীবন নির্বাহের পর্যাপ্ত অর্থ। তখন তার এক বন্ধু তুরস্কে এক ফ্যাক্টরিতে কাজের কথা বলে। আগপিছু না ভেবেই ভিক্টোরিয়া পাড়ি জমায় তুরস্কের পথে। কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারে কী সর্বনাশ ঘটতে যাচ্ছে! রুমানিয়া সীমান্তে গিয়ে দুই বছরের জন্য বিক্রি হয়ে যায় মাত্র ১৫০০ ডলারে। সেই সঙ্গে পাসপোর্ট, ভিসা, নাম-ঠিকানা বদলে যায়। বয়স বদলে হয় ১৮ বছর। ভিক্টোরিয়া সে বছর সবে ১৭-এর কোঠায় পা দিয়েছিল।

বিশ্বজুড়ে এ রকম ভিক্টোরিয়ার সংখ্যা অনেক, যারা প্রতিদিনই বিক্রি হচ্ছে নামমাত্র মূল্যে! নিজেদের শরীর বেঁচে মাশুল দিতে হচ্ছে তা। উনিশ শতকে দাসপ্রথা উন্নতির চরম শিখরে ওঠে।

ক্রীতদাস গবেষণা বিশেষজ্ঞ কেভিন বেলস জানান, ১৮৫০ সালের দিকে আজকের দিনের প্রায় ৪০ হাজার ডলারে একজন লোক চিরতরে বিক্রি হয়ে যেত। সে সময় ব্রিটিশরা ভারত উপমহাদেশ থেকেও প্রচুর লোক দাস হিসেবে বিভিন্ন দেশে পাঠায়। দাসপ্রথার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে অ্যান্টি স্লেভারি ইন্টারন্যাশনাল নামে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। সংগঠনটি ১৮৩৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রধান অফিস দক্ষিণ লন্ডনে। অফিসটি সমসাময়িক দাস ব্যবস্থার চিত্র দিয়ে সাজানো। কীভাবে পশ্চিম আফ্রিকা থেকে জোর করে দাস সংগ্রহ করা হতো, পাকিস্তানি শিশুদের কীভাবে পাচার করে উটের জকি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, থাইল্যান্ডের শিশু পতিতাবৃত্তি, ব্রাজিলের স্টিল কারখানা, ভারতে ঋণের বদলে কীভাবে শিশুদের কাজে লাগানো হয়তো এসবের চিত্র রয়েছে।

বেনিনের রাজধানীর এক মোটর গ্যারেজে শিশু শ্রমিক

মানুষ কেনাবেচার ব্যবসা এখন লাভজনক। কারণ বিশ্বায়ন একে সহজ করে দিয়েছে। পণ্য ও টাকার আদান-প্রদান আজকের দিনে অনেক সহজ। যদিও আইনগতভাবে অভিবাসন খুব সুবিধের নয়। কিন্তু মাফিয়ারা সীমান্তরক্ষীদের সঙ্গে নানা আঁতাত করে এবং বিপৎসংকুল পথ দিয়ে মানুষ পাচার করে। মাফিয়ারা পাচারের কাজ দুভাবে করে। একটি হচ্ছে এলিয়ান স্মাগলিং। এ পদ্ধতিতে পাচারকারী টাকা নিয়ে পাচার করে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে মানুষ ব্যবসায়ী। এরা মানুষ কিনে সীমান্তে নিয়ে অন্য ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে দেয়। এরা এভাবেই ব্যবসায়ীদের হাত ঘুরে ঘুরে বিক্রি হয়। প্যানটিওন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক গ্রেগরিজ লাজোস গ্রিসের পতিতাবৃত্তির ওপর দীর্ঘদিন গবেষণা করেছেন। তিনি জানান, সেখানকার বার মালিকরা দক্ষিণ বুলগেরিয়ায় লোক পাঠায় নগদ টাকায় মহিলা কিনতে। এখানে নারীপ্রতি খরচ ১ হাজার ডলার। অনেক সময় এ পরিমাণ অর্থে দুজনও মেলে। এ কাজে তারা ইন্টারনেট এবং ব্যাংক একাউন্টস ব্যবহার করে। এই পশ্চিম ইউরোপ থেকেই মাফিয়া ও স্মাগলাররা বছরে ৩৫ হাজার মানুষ কেনে। অনেক অর্থনীতিবিদের মতে, নর্থ আমেরিকান ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্টের কারণে মেক্সিকো থেকে আমেরিকায় লোক পাচার সহজতর হয়েছে।

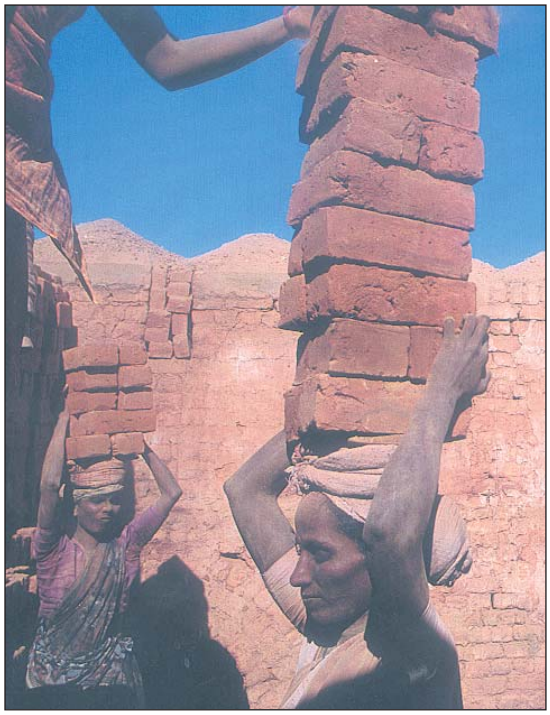

ইটের ভাটায় কর্মজীবী নারীরাও আসলে দাসের মতো ব্যবহৃত হয়

আমেরিকা মেক্সিকো থেকে সস্তাদরে ভুট্টা রপ্তানি করার কারণে বিপুল পরিমাণ মেক্সিকান কৃষক বেকার হয়ে পড়ে। এক হিসাবে দেখা গেছে, প্রতি টন ভুট্টার পরিবর্তে গড়ে দুজন মেক্সিকান আমেরিকায় অভিবাসী হচ্ছে। এরা সবাই আমেরিকায় গিয়ে সস্তা দরে শ্রম বিক্রি করে। তবে সবচেয়ে নাজুক অবস্থা নারী শ্রমিকদের। আমেরিকার বিভিন্ন বার, হোটেলে তাদের জোরপূর্বক দেহব্যবসায় লিপ্ত করা হচ্ছে। তবে ৯/১১-এর পরে আমেরিকা ও মেক্সিকো সীমান্তে যথেষ্ট কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। তা সত্ত্বেও বন্ধ হয়নি নারী পাচারের রমরমা ব্যবসা।

আরো মর্মান্তিক ঘটনার জন্ম দিয়েছেন মেক্সিকোর এক পানশালা মালিক। পানশালাটির নাম লা টাভানা। মালিক একজন মাঝবয়সী মহিলা। ছয় মেয়ে দিয়ে তিনি এ ব্যবসা চালান। এর মধ্যে কয়েকজন অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লে তাদের পেটের সন্তানও তিনি বিক্রি করে দেন, যারা জন্মমাত্র ক্রীতদাস হিসেবে বড় হবে। পালন করবে মনিবের যাবতীয় হুকুম-নির্দেশ। লা টাভানার মালিক অবশ্য গ্রেপ্তার হয়েছেন। বর্তমানে জেল খাটছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যটি বিখ্যাত কমলার জুসের জন্য। শহরের প্রাণকেন্দ্র ছেড়ে দৃষ্টি মেললে চোখে পড়বে ধুধু ফসলের ক্ষেত। এ ক্ষেতে যারা কাজ করে তাদের সবাই অভিবাসী। সারা বছর হাড়ভাঙা খাঁটুনি খেটে তাদের বাৎসরিক আয় মাত্র ৭৫০০ ডলার। তাদের সার্বিক অবস্থা ক্রীতদাসের চেয়ে মোটেই উন্নত নয়। এদের বেশির ভাগের বৈধ কাগজপত্র না থাকায় ক্ষেত মালিকরা ইচ্ছেমতো মজুরি দেন।

দাসত্ব ও দাস ব্যবসা আমেরিকায় জোরালো হওয়ার পেছনে রয়েছে অর্থনীতিতে সস্তা শ্রমের চাহিদা। তবে আমেরিকা বর্তমানে এর বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে। ২০০১ সালে মার্কিন কর্তৃপক্ষ এক আইসক্রিম মালিককে গ্রেপ্তার করে কারখানায় দাস শ্রমিক রাখার কারণে। তা সত্ত্বেও বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১ লাখ থেকে দেড় লাখ দাস রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর ২০ হাজার দাসের আগমন ঘটে পাচারকারীদের মাধ্যমে এদের বেশির ভাগের গন্তব্য হয় গণিকালয় নতুবা শস্য খামারে। এখানে কাটে দম বন্ধ করা এক গাঢ় অন্ধকারের জীবন।